স্পট : বাহাদুরপুর, গাজীপুর

‘বাউল গান তো শোননের কিছু নাই। সবাই একই গান গায়। তয় দেহতরী আলাদা জিনিস’

লিখেছেন **নোমান মোহম্মদ** ছবি: **এন্ড্রু বিরাজ**

রাত ৮.০০ : ‘মগবাজার থেকে বরমীর বাসে উঠবেন। সে বাসই আপনাদের মাস্টারবাড়ি নামিয়ে দেবে। আর সেখান থেকে রোভারপল্লী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে চলে যাবেন রিকশায়’— দেহতরীর অনুষ্ঠানস্থলে পৌছানোর বর্ণনা সাপ্তাহিক ২০০০-এর অফিস থেকে এভাবেই দেয়া হয়েছিলো। খুঁজে পেতে কোনো রকম সমস্যা হবার কথা না। কিন্তু সমস্যা শুরুতেই। কথা মতো ফটো সাংবাদিককে সঙ্গে নিয়ে বরমীর বাসেই উঠেছিলাম। কিন্তু শেষ ট্রিপ বলে তা টঙ্গী কলেজগেটের পর আর যাবে না। কি আর করা, নেমে পড়তে হলো। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ‘রাইডার’ বাহন পাওয়া গেল। ভাড়া দেবার সময় যখন গন্তব্যের নাম মাস্টারবাড়ি বললাম, কন্ডাক্টরের ভ্রূ কুঁচকে উঠলো- ‘কোন মাস্টারবাড়ি? এই রাস্তায় তো মাস্টারবাড়ি আছে তিনটা।’ চিন্তিত হবার মতোই কথা। রাইডার থেকে নেমে পড়লাম গাজীপুর চৌরাস্তায়। মোবাইলে যোগাযোগ করলাম অনুষ্ঠানস্থলের তাপস ভাইয়ের সঙ্গে। আবার বাস। মাস্টারবাড়ি নেমে ভ্যানে করে চলে এলাম অনুষ্ঠানস্থলে।

৯.৩০ : বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাউলদের নিয়ে অনুষ্ঠান ‘দেহতরী’। একুশে টেলিভিশনের এ অনুষ্ঠানটি ইতিমধ্যেই দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাউলদের নিয়ে একটি পর্ব তৈরি করা হয়। এবারে বেছে নেয়া হয়েছে গাজীপুর অঞ্চলের বাউলদের। অনুষ্ঠান শুরু হবার কথা রাত ৮টায়। কিন্তু এখনো শুরু করার তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বাহাদুরপুর রোভার পল্লী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠের এক পাশে স্টেজ করা হয়েছে। ইটিভি’র লোকজন অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে দেখছেন। সমগ্র মাঠে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে হাজার পাঁচেক দর্শক। প্যান্ডেলের নিচের কোনো চেয়ার খালি নেই। বাউলরা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

বিচ্ছেদ সম্রাট পাগলা বাচ্চু

: ভাই কহন অনুষ্ঠান শুরু হইবো বুঝতাছি না। আর আমার গান গাওনের সিরিয়ালই বা কহন কে জানে?

সব বাউল অবশ্য কবির বাউলের মতো দুশ্চিন্তা নিয়ে বসে নেই। তারা প্রস্তুত হচ্ছেন। চুল জপজপ করছে তেলে, চোখে সুরমা, গায়ে সুগন্ধী আতর। আর পরিষ্কার রঙচঙে কাপড় তো সবার পরনে। কোনো কোনো বাউলকে দেখা গেলো ঠোঁটে লিপস্টিকও দিচ্ছেন। কারণটা কি?

: ওস্তাদের নির্দেশ আছে। গান গাওনের আগে পুরোপুরি সাইজা নিতে হয়। না হইলে ঠিকমতো ভাব আসে না।

১০.০০ : ইটিভি টিমের সঙ্গে আমরাও রাতের খাবার খেতে যাচ্ছি। প্রযোজক পারভেজ চৌধুরী, ক্যামেরাম্যান সৈনিক, মাসুম, আনোয়ার মুর্শিদ, সহযোগী প্রযোজক রুহুল

তাপস, অনলাইন এডিটর সেজান মাহমুদ, লাইটম্যান মনির, মোশারফ, কুদ্দুস, ক্যামেরা সহকারী মনির, রমা সবার মধ্যে একটা বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক। নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে সব বিষয় নিয়েই। ক্যামেরাম্যান সৈনিক সব সময়ই ব্যস্ত মজার গল্প নিয়ে। ঘুমানো আর বাথরুমের ব্যবস্থা নিয়েই তার মূল দুশ্চিন্তা।

১১.৩০ : নির্দিষ্ট সময়ের সাড়ে তিন ঘন্টা পেরিয়ে গেছে, অথচ অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে না। অবশেষে মঞ্চে উঠে প্রথম বাউল দল। আবিদ বাউল তার উদার কণ্ঠে বাতাসে হাহাকার ছড়িয়ে দিলেন–

'ধরতে গেলে উড়াল মারে
পাখি ধরা বিষম দায়
আমার মন পাখিটা ধরা নাহি যায়।'

অভিভূত হয়ে গেলো শ্রোতারা। তাদের এতক্ষণের অপেক্ষা যেন সার্থকতা পেয়েছে। রেকর্ডিং-এর সুবিধার্থে এক গান আবার গাইতে দেখে দর্শকরা কিছুটা বিরক্ত হলো।

ঘোষণা দেয়া হলো, 'আপনারা হৈ চৈ না করে শান্ত হয়ে বসুন। কেউ তালি বাজাবেন না। তাহলে আপনাদের সবাইকে একুশে টেলিভিশনে দেখানো হবে।' এই ঘোষণায় দর্শকদের বিরক্তির মাত্রা চরমে উঠলো।

: তালি বাজাতে পারুম না, আনন্দ করতে পারুম না, তাইলে আর অনুষ্ঠান দেখতে আইসা কি লাভ হইলো।

– তবু তো ভাই আপনাদের টিভিতে দেখাবে...

: ভাওতাবাজি, আমগোরো শিকল পরাইয়া চুপচাপ বসাইয়া রাখার জন্য এইডা স্রেফ ভাওতাবাজি।

১২.০০ : স্কুলের বারান্দায় বসে দার্শনিক কথাবার্তায় মশগুল একদল বাউল। আমাদের ফটোসাংবাদিক তাদের ছবি তুলতেই ক্ষেপে গেলো।

রিকশাচালক ইউনুস মিয়ার এক রাতের বুট-মুড়ির ব্যবসা

: ছবি যে তুললেন, অনুমতি নিছেন?

– অনুমতি নিতে হয় নাকি?

: আপনে তো ভাই কায়দা-কানুন কিছুই জানেন না। ওস্তাদ বাসেদ সরকারের ছবি তোলেন, তাও আবার অনুমতি ছাড়া।

এ অবস্থায় ওস্তাদ হাত তুলে কাছে ডাকলেন।

: কোত্থেকে আইছেন গো বাবা?

– আমরা পত্রিকার লোক, সাংবাদিক।

: ও সাম্বাদিক, তা কইয়া ছবি তুললে আমরা একটু সাজগোজ কইরা লইতে পারতাম।

– এমনিতেই আপনাদের ছবি সুন্দর হয়েছে।

: নারে বাবা, আপনে আমাদের আরেকটা ছবি তোলেন, রিকোয়েস্ট।

তুলতে হলো। ওনার 'রিকোয়েস্ট' আমাদের ফটোসাংবাদিক ফেলতে পারলেন না। ২৯ বছর ধরে বাউল গানের সঙ্গে যুক্ত বাসেদ সরকার। সেজন্য তাকে সব ছাড়তে হয়নি, দিব্যি সংসার করছেন। ছেলেরা কলেজে পড়ে, মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন। তবুও তার ভেতর কিসের যেন অভাব। বারবার শুধু বলেন, 'আমি বড় কাঙালরে বাবা, আমি বড় কাঙাল। সেজন্যই গান-বাজনা নিয়া থাকি। দেখি, তার দেখা পাই কি না।'

কিসের কাঙাল কিংবা কার দেখা চান– এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর তার কাছ থেকে পাওয়া গেলো না।

১২.১৫ : আবিদ বাউলকে পাওয়া গেলো। দলের সদস্যদের নিয়ে সাজগোজ করছেন।

: আপনি তো প্রথমে গাইলেন, আবার সাজছেন কেন?

– স্রষ্টা চাইলে আবারও গাইতে পারি।

: কেমন লাগলো?

– না, আইজ আত্মা তৃপ্ত হয় নাই। বড় ভালো গাইতে পারি নাই। দেখি আরেকবার সুযোগ পাইলে...

: অন্যরা একবারই মঞ্চে উঠতে পারে না, আপনি দু'বার উঠতে চাইছেন?

– স্রষ্টা চাইলে সবই সম্ভব।

৩০ বছর ধরে গাইছেন আবিদ বাউল। সালনায় ১০ জনের একটি দল তার আছে। এখন পর্যন্ত কোনো ক্যাসেট বের না হলেও কোম্পানির সঙ্গে কথাবার্তা চলছে।

: কবে নাগাদ ক্যাসেট বের হবে?

– অপেক্ষায় আছি। মালিকের ইশারার অপেক্ষায় আছি।

ভাবসাগরে ডুবে যাওয়া আবিদ বাউলকে অপেক্ষায় রেখে চলে এলাম মঞ্চের কাছে।

১.০০ : অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বেশকিছু অস্থায়ী দোকান গড়ে উঠেছে। চা-বিস্কুট, সিগারেট, বুট, মুড়ি, কলা, বাদামের এ দোকানগুলো ব্যবসা করছে জমজমাট।

রিকসা চালক ইউনুস মিয়া বুট-মুড়ির দোকান দিয়েছে এক রাতের জন্য। 'আমি রিশকা চালাইয়া সংসার টানি। আইজের মতো এরকম অনুষ্ঠান বা মেলা পার্বণে এরকম দোকান দিই। লাভ আল্লায় দিলে খারাপ হয় না।' কিন্তু

মঞ্চে ওঠার পূর্ব প্রস্তুতি। সাজগোজ করছেন বাউলরা

দেহতরী'র কলাকুশলীরা, শট নেবার অপেক্ষায়

রঙ্গী চুড়ির ব্যবসা করে সারা বছর। পাশের গ্রাম থেকে চুড়ি বিক্রির জন্য আজ সে চলে এসেছে।

: বিক্রি কেমন?

— কেমুন আর হইবো, ভালোই। এক রাইতে ৪/৫শ' ট্যাকারও চুড়ি বিক্রি হয়। তয় আইজ লোকজন কম। বেশি বিক্রি হইত না।

: শুধু চুড়ি বিক্রি করতে আসছেন, না বাউল গানও শোনার ইচ্ছা আছে?

— বাউল গান তো শোননের কিছু নাই। সবাই একই গান গায়। তয় দেহতরী গান আলাদা জিনিস। আমি আইছি দেহতরী গান শোনার লাইগা। চুড়ি বিক্রি তো বোনাস।

: তা বুঝতাছেন কেমন?

— এহনো জমাইতে পারে নাই। দেহতরীর গান হইলো ভাবের ব্যাপার।

২.০০ : জটাধরা লম্বা চুল, মুখভর্তি পান, আর লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরিহিত আবুল কালাম আজাদ খাঁটি বাউল। আমাদের ফটোসাংবাদিক তার ছবি তুললেন।

: ভাই, ছবি কার্টুনের মতো হইবো না তো!

কথাটা শুনে আমাদের ফটোসাংবাদিক বিরক্ত হলো। বিষয়টি আজাদ বাউল বুঝতে পেরে বলে উঠলো, 'আরে ভাই, রাগ করেন ক্যান? একটু রঙ করলাম।'

রঙ করাতেও বাউলরা দক্ষ। আবুল কালাম আজাদের বয়স অল্প। ২৫/২৬ বছর হবে। ওস্তাদের নাম পাগলা বাচ্চু। এখানে আসার পর থেকেই এই নামটা বারবার শুনছি। প্রায় সব বাউলেরই ওস্তাদ পাগলা বাচ্চু।

: পাগরা বাচ্চু কি বেঁচে আছেন?

— আছেন, এই অনুষ্ঠান স্থলেই আছেন, তারে খুঁইজা লন।

বলেই ভিড়ের মাঝে হারিয়ে গেলো আজাদ বাউল। সব পরিস্থিতি কিছুটা রহস্যময় করে তুলতে এরা ভালোবাসে।

২.২০ : হঠাৎ হৈ চৈ। পাগলা বাচ্চু মঞ্চে এসেছেন। সবাই ঝাড়া দিয়ে উঠলো। তবে গান সে গাইলো না। গাইলো তার স্ত্রী। অত্যন্ত কম বয়সী এ মেয়েটি গানের সুর-তাল-লয় কিছুই বোঝে না।

: নামা ঐ শালিরে। পাগরা বাচ্চু এইডা কারে বিয়া করলো! ওর গান শুনুম না। আমরা বাচ্চুর গান শুনতে চাই।

এই হৈ চৈ-এর ভেতরই দু'টো গান শেষে দলবলসহ বাচ্চু নেমে গেলো।

২.৩০ : মঞ্চের চারপাশে খোলা মাঠ। এই মাঠের বিভিন্ন জায়গায় জটলা। নিজেদের মতো করে তারা অনুষ্ঠান উপভোগ করছে। সেই সঙ্গে চলছে চোলাই মদ খাওয়া। জায়গায় জায়গায় তাই বিকট গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। মদ খেয়ে এসে নিজ দলের মেয়েদের সঙ্গে তারা রঙ্গ রসে মেতে উঠেছে।

: ওই ছেমরি আমার লগে থাকবি আইজ রাইত।

বোঝা গেলো, 'ছেমরি' এ সবের সঙ্গে অভ্যস্ত। মুখে পান পুরে দিয়ে তির্যক দৃষ্টি হানলো, 'যামু ঠিকই, ট্যাকা দিতে পারবি?'

জায়গা হয়নি চেয়ারে। দাঁড়িয়েই অনুষ্ঠান দেখছেন দর্শকরা

মিইয়ে গেলো যুবকটি। মেয়েটি তখনো থামছে না—

— যে দিন ট্যাকা দেওয়ার মুরোদ হইবো সেদিন আমারে ডাকিস।

২.৪৫ : 'আপন করে ভাবি যারে
সে যদি হয় পর
তারে নিয়া কোন আশাতে
বাঁধবো নতুন ঘর।'

উদার কণ্ঠে কালিয়াকৈর-এর বাউল বাবুল সরকার যখন এ গান ধরলো সমস্ত দর্শক স্তব্ধ হয়ে গেলো। এ কি শুনছে তারা। কোনো মানুষের গলায় এতো সুর, এতো মাধুর্য থাকতে পারে!

'এ জীবনে এতো করে
ভালোবাসলাম যারে,
সে যদি না রাখে মনে
ভুলে যেতে পারে
আমি আর বিশ্বাস করবো কারে।'

আপনজন হারানোর বেদনায় বাবুল সরকারের মতো আরো অনেকের চোখে পানি এসে গেলো। মঞ্চ থেকে নামতেই তার সঙ্গে কথা হলো। গুরু বাউল রহমানের কাছেই তার গানের দীক্ষা। প্রায় ২০ বছর ধরে গান গাইছেন। এখন এটাই তার নেশা, পেশা। তার কাছ থেকেই জানা গেলো, গাজীপুর জেলায় এ.বি.সি.ডি. গ্রেডের শিল্পীরা আছেন।

: আরে ভাই, আইজ তো গাইতাছে সব সি, ডি গ্রেডের শিল্পীরা। আমি তো গাইলাম অতিথি হিসেবে। কাইল আমার আসল গান। থাকেন, দেখেন আমি কি রকম গাই। থাকেন ভাই একটা দিন। থাকা-খাওয়ার সব খরচ আমার। বন্ধু মানুষ হিসেবে প্রস্তাবটা দিলাম। একটু বিবেচনা করেন।

অনেক কষ্টে 'বন্ধু মানুষ'-এর কাছ থেকে ছাড়া পেলাম।

৩.০০ : সিরাজুল ইসলাম। জীবন বীমায় কর্মরত এই ব্যক্তি গাজীপুর রূপসী বাংলা বাউল শিল্পী গোষ্ঠীর সহ-সভাপতি। দেহতরীর প্রতিটা গানের সময় তাকে বিচিত্র সাজে নাচতে দেখা যায়। একটু পর পর সাজ ঘরে গিয়ে পোশাক পাল্টে আসেন।

— ভাই একটু দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই এরকম করতে হয়।

: আপনার কি আজকে গান আছে?

— না আমার গান কাল। সেই সঙ্গে আমার মেয়েও গাইবো। ওর নাম শিখা সিরাজি। নাচ, গান মিলিয়ে গাজীপুর জেলায় এ পর্যন্ত ৮৩টা পুরস্কার পেয়েছে। পড়ে মাত্র ক্লাস এইট-এ। এখনই জাতীয় পর্যায়ে ভরত নাট্যম নাচে তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে। সিরাজুল ইসলাম তার মেয়ের কথা বলতেই গর্ববোধ করছে। পিতা সিরাজুল হক

আমাদের নিয়ে গেলেন কন্যা শিখা সিরাজির সঙ্গে কথা বলতে।

— কোন ক্লাসে পড়েন?

: ক্লাস এইট।

— নাচ, গান কি বাবার ইচ্ছায় শিখেছেন না নিজেরো আগ্রহ ছিলো?

: বাবার তো ইচ্ছে ছিলোই। সঙ্গে আমারও কম ইচ্ছে ছিলো না।

— বড় হয়ে কি করবেন?

: আমি ডাক্তার হবো এবং সেই সঙ্গে বড় শিল্পী হবো। আপনারা সবাই দোয়া করবেন।

৩.৩০ : একই সঙ্গে পেয়ে গেলাম ঢুলি মোস্তফা এবং পিচ্চি শফিককে। এ দু'জন আজ সারারাত দর্শককে মাতিয়ে রেখেছে। পিচ্চি শফিকের বয়স ১০/১২ বছর। কিন্তু কণ্ঠে এখনই এমন মাধুর্য যে না শুনলে বিশ্বাস করা কঠিন। কথা হলো শফিকের সঙ্গে।

: তুমি কোথায় গান শেখো?

— পাগলা মনিরের বাসায়।

: উনি তোমার কি হন?

— ওস্তাদ। আমাদের বাসায় একবার গানের আসর বসছিলো, সেখানে পাগলা মনির আমার গান শুনে আমাকে তার সঙ্গে নিয়ে আসতে চান। বাবা ছিলো গান পাগল। সেও রাজি হয়ে গেলো। সেই থেকে প্রায় ৩/৪ বছর ধরে আমি পাগলা মনিরের সঙ্গে আছি।

অন্যদিকে ঢুলি মোস্তফাও পাগলা বাচ্চু ও পাগলা মনিরের সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঢোল বাজান।

: আয়- রোজগার কেমন?

— আমাগো আয়ের সিজন ৫ মাস। ঐ ৫ মাস পাগলরা আমারে মাসে ১২ হাজার টাকা দেয়।

: বাকি ৭ মাস?

— খ্যাপ দিয়া বেড়াই। একভাবে না একভাবে চইলাই যায়।

সাধারণের মাঝে অসাধারণ- ভাবসাগরে ডুবে যাওয়া এক বাউল

৫.০০ : দর্শক সংখ্যা এখন অনেক কমে গেছে। গানের সঙ্গে উন্মাদনাও আগের মতো নেই। এরই মাঝে হঠাৎ করে দেখা পেলাম পাগলা বাচ্চুর। যথার্থ বাউল বলতে যা বোঝায়। সাদা পাঞ্জাবি, লুঙ্গি, মুখ ভর্তি পান, হাতে-গলায় অলংকার। জানা গেলো বাহরাইন, দুবাই, লন্ডন, ভারতসহ অনেক জায়গায় তিনি স্টেজ শো করেছেন। বইও লিখেছেন বাউল গানের ওপর।

— শোনেন ভাই সাব, আমরা হইলাম আউলিয়া বংশ। গানের সঙ্গে সঙ্গে আমি আধ্যাত্মিক শিক্ষাও দেই। এখন আমার মুরিদানই আছে ১০ হাজারের ওপর। বাসায় গান শেখাই বর্তমানে ১৯ জন ছাত্র ছাত্রীকে। আর আমার অন্য শিষ্যদের তো দেখছেনই।

: গান গাওয়া শুরু করলেন কিভাবে?

— সে এক ইতিহাস। আমার বয়স যখন ১১, তখন স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হয়ে আসাম চলে যাই। সেখানে শিরচন্দ্র শাহ আউলিয়ার কাছে দীক্ষা নিই ৭ বছর। এরপর তিনি পাঠান আমাকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। এখানে আবার আবদুল খালেকের কাছে দীক্ষা নিয়ে খেলাফত প্রাপ্ত হয়ে গদীনসীন হই। এরপর গত প্রায় ৩০ বছর যাবৎ আমিই লোকদের দীক্ষা দিয়ে যাচ্ছি।

গান গাওয়ার জন্য ডাক পড়লো পাগলা বাচ্চুর। সমগ্র মাঠ উল্লাসে ফেটে পড়লো। স্টেজে উঠেই বাচ্চু বললো 'সারা রাত জাইগা থাইকা গান হয়? তবু আমি গাইবো। তোমাদের জন্যই গাইবো।' বাচ্চু গান ধরলেন,

'মক্কা-মদিনায় খোদা নাই
আছে কোথায়? আপন ঘরে।
তালাশ করে দেখো তারে।'

সবাই বিমোহিত হয়ে শুনছে।

পাগলা বাচ্চুর গানের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হলো অনুষ্ঠান। মুহূর্তেই মাঠ খালি হয়ে গেলো। পুরো অনুষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন নূরুল আলম মাস্টার। সঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসা থেকেই তিনি এ অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোনো পরিকল্পনার ছাপ ছিলো না। ইটিভির লোকজনের শোবার ব্যবস্থাও তিনি করতে পারেননি। কথা হলো ইটিভির প্রযোজক পারভেজ চৌধুরীর সঙ্গে—

— না, ওনার কি দোষ? উনি হয়তো চেষ্টা করেছেন, পারেননি।

: অনুষ্ঠান কেমন হলো?

— ভালো, খুব ভালো, বাউলরা হচ্ছে raw talent. এদের সব সময়ই বেশি বেশি এক্সপোজার দেয়া উচিত।

পারভেজ চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলে আমরা রওনা হলাম ঢাকার উদ্দেশে। বাউলদের সঙ্গে একরাতের স্মৃতি পড়ে রইলো পেছনে। আমাদের পাশাপাশি একদল তরুণ বাড়ির পথে এগিয়ে চলছে। এদের একজন পাগলা বাচ্চুর মতো গেয়ে চললো—

মক্কা-মদিনায় খোদা নাই,
আছে কোথায়? আপন ঘরে
তালাশ করে দেখো তারে।'

শেষবারের মতো বাউলরা নিজেদের ঝাঁলিয়ে নিচ্ছেন